ISSN 1991-8976

RAJSHAHI UNIVERSITY LAW JOURNAL

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY
DECEMBER 2005

ARTICLES

Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study

An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women

Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study

Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty

The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks

The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis

Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District

Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh

যৌতুক ঃ একটি সামাজিক ব্যাধি

সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার ঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ঃ একটি পর্যালোচনা

Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh

Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective

CamScanner

ISSN 1991-8976

Rajshahi University Law Journal

FACULTY OF LAW
RAJSHAHI UNIVERSITY

December 2005

Published by:
Dean
Faculty of Law
Rajshahi University
Rajshahi- 6205
Bangladesh

© Reserved by the Publisher

Cover Design & Printed by:
B T S Commercial Institute
Benodpur Bazar, Rajshahi

Printed at:
Barendra Printing Press & Packaging
Supora, Biman Bandar Road, Rajshahi. Mob.: 01715-361984

Subscription Rates
For Individuals: **Tk. 100.00 US$ 20** (without postage)
For Organisation: **Tk. 150.00 US$ 30** (without postage)

[Published in December 2006]

Rajshahi University Law Journal 2005

Editorial Board

Editor **Professor Dr. Begum Asma Siddiqua**
Dean, Faculty of Law, RU

Member **Professor Dr. A B Siddique**
Department of Law & Justice, RU

Professor A F M Mohsin
Department of Law & Justice, RU

Professor Dr. M Rabiul Hossain
Department of Law & Justice, RU

Dr. Mohammad Abdul Hannan
Department of Law & Justice, RU

Sayeeda Anju
Department of Law & Justice, RU

CamScanner

Rajshahi University Law Journal 2005

Authors' Name	Article	Page
Dr. Begum Asma Siddiqua	Women's rights in the Nikahnama in Bangladesh : A critical study	1-10
Dr. Gazi Omar Faruque	An Application of Islamic Law in Bangladesh with Special Reference to Women	11-20
Dr. Md. Abdul Karim Khan	Real Estate-Its Defense System in Bangladesh: A Study	21-30
Md. Morshed Mahmud Khan Mohammad Osiur Rahman Mohammad Mahabubur Rahman	Internet Exposes a New Dimension in International Space: A Challenge to the Traditional Concept of Sovereignty	31-52
Dr. Mohammad Abdul Hannan	The International Criminal Court: A Remarkable Achievement Striving Against Global Political Setbacks	53-68
Muhammad Ekramul Haque	The Impact of Section 7 of the Muslim Family Laws Ordinance on the Validity of Talaq: A Legal Analysis	69-86
Sayeeda Anju	Muslim wives' right to maintenance in Bangladesh: the role of N.G.O's in Rajshahi District	87-96
Dr. Mohammad Abdul Hannan M Sahal Uddin	Prevention of Crime in Islamic Criminal Law: Perspective Bangladesh	97-110
জোবাইদা সুলতানা	যৌতুকঃ একটি সামাজিক ব্যাধি	111-128
মোঃ আব্দুর রহিম মিয়া	সড়ক দুর্ঘটনা ও ট্রাফিক আইনঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ	129-154
মুসতাক আহমেদ মো: সাহাল উদ্দীন	আদালত অবমাননা, সাংবাদিকতা-প্রকাশনা ও তথ্যের অধিকার: পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ	155-170
ড. রাকিবা ইয়াসমিন	বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা : একটি পর্যালোচনা	171-200
A F M Mohsin	Abstract on the Project Changing Pattern of Trade Union in Bangladesh	201
Muhammad Faiz-ud-Din M Abdul Hannan	Abstract on the Project Protection of Human Rights in Criminal Justice: Bangladesh Perspective	202

CamScanner

Rajshahi University Law Journal, 2005: **171-200**

বাংলাদেশের রাজনীতিতে পঞ্চম জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা : একটি পর্যালোচনা

ড. রাকিবা ইয়াসমিন*

সারসংক্ষেপ

তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে স্বাধীনতা লাভের পর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের প্রয়াস ও স্বল্পকালের মধ্যেই ঐ সকল রাষ্ট্রে সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশও এ প্রবণতার বাইরে নয়। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে তার যাত্রা শুরু হয়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্র কর্তৃত্ববাদী স্বৈরশাসনে পরিণত হয়। ফলে এদেশের শাসন কাঠামো হুমকির সম্মুখীন হয় এবং পরবর্তীকালে সামরিক ও বেসামরিক স্বৈরশাসনের কবলে পড়ে বিপর্যস্ত হয়। ফলশ্রুতিতে শুরু হয় গণসংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৯১ সালে নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের মাধ্যমে বি এন পি ক্ষমতায় আসে এবং পুনরায় গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনের ঘটনা পরম্পরা পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যকারিতা নিরূপণের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এক বছরের মধ্যে দেশে একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রবর্তিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানেও জনপ্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে 'জাতীয় সংসদ' নামে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার ব্যবস্থা রয়েছে, যা 'পার্লামেন্ট' নামে পরিচিত। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বাংলাদেশে উদার সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারী সংবিধানের (চতুর্থ সংশোধনী) ১১৭ ক অনুচ্ছেদে (১) দফায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান একটি মাত্র দল সংক্রান্ত আদেশ জারি করে 'বাকশাল' গঠন করেন। ফলে দেশে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থা চালু হয়, সংসদ গুরুত্বহীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়, এবং মাত্র দু'বছর স্থায়ী সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি মুজিবকে সপরিবারে হত্যা করে দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয় এবং নভেম্বর মাসে প্রথম জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। অত:পর সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান তাঁর সরকারের বৈধকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। জিয়াউর রহমান দ্বিতীয় সংসদে গৃহীত পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে

* সহযোগী অধ্যাপক লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুস্টিয়া।

CamScanner

একদলীয় ব্যবস্থা বিলোপ করে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বহাল রাখেন।

একদলীয় শাসন থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ জানুয়ারী জিয়া দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সামরিক শাসন আইন প্রত্যাহার করে সাংবিধানিক আইন চালু করে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করলেও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি বহাল থাকে। ১৯৮২ সালের মার্চে এরশাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাত্তার সরকারকে অপসারণ করে ক্ষমতা দখল করে দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেন। জেনারেল এরশাদ বেসামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ১৯৮৬ সালের মে মাসে তৃতীয় জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। কিন্তু প্রধান বিরোধী দলসমূহের একটি বড় অংশ এ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করায় এবং ব্যাপক কারচুপির কারণে তৃতীয় জাতীয় সংসদ বৈধতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এরশাদ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাসে চতুর্থ জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। প্রায় সব বিরোধী রাজনৈতিক দল এ নির্বাচন বর্জন করে। সুতরাং চতুর্থ জাতীয় সংসদ বৈধতা পায়নি। কার্যত এরশাদ সরকার ছিল একটি আধা সামরিক সরকার। বিরোধী দলসমূহ এ সরকারের পদত্যাগ এবং একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ফলে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বর মাসে এক গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং চতুর্থ জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে দেয়া হয়। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রধান বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বে একটি নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে গঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ ১৯৯১ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর দ্বাদশ সংশোধনী বিল পাসের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠা করে। বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন ও এর কার্যকারিতা (১৯৯১-'৯৬) সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে সংক্ষেপে সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা সমীচীন বলে মনে হয়।

আধুনিক পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া সমাজের প্রসূত সংসদীয় গণতন্ত্র ঐতিহাসিকভাবে পাশ্চাত্য শিল্প সমাজের স্থাপনায় দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় নানা টানাপোড়নের ভেতর দিয়ে গড়ে উঠলেও আধুনিক বিশ্বে এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য সরকার পদ্ধতি বলে মনে হয়। তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহে এ ধরনের ব্যবস্থা পশ্চিমা ধাঁচে বা বৃটিশ মডেলে চালু করা

হয়েছে।[১] কোন শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখতে গিয়ে যদি প্রকৃত প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষকে তাদের কাজের জন্য জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হয় কেবল তাকেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির শাসন ব্যবস্থা বলে আখ্যায়িত করা যায়। অর্থাৎ যে শাসন ব্যবস্থায় আইনসভার সঙ্গে শাসন বিভাগের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং শাসন বিভাগের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা আইনসভার নির্দেশ অনুসারে নিয়ন্ত্রিত হয় তাকেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার বা দায়িত্বশীল সরকার বলে অভিহিত করা হয়।[২] কাজেই বলা যায় যে, জনগণের মতামত প্রকাশের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। নিম্নে গবেষণা পদ্ধতি উল্লেখের পর বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বা পুনঃপ্রবর্তন ও এর কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধটি ইতিহাস নিরীক্ষা পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করে সম্পাদিত হয়েছে। উভয় পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু যাচাই বাছাই প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সংসদ নির্বাচন, ১৯৯১

সংবিধান অনুযায়ী ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সংসদের ৩০০টি আসনে ২৭৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে এটাই ছিল সর্বোচ্চ প্রার্থী সংখ্যা। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলের সংখ্যাও ছিল সর্বোচ্চ। মোট ৯০টি রাজনৈতিক দল নির্বাচন কমিশনের নিকট থেকে নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ করলেও ৭৬টি রাজনৈতিক দল প্রার্থী দাঁড় করায়।[৩]

নির্বাচনী প্রচারণা

নির্বাচনে ৭৬টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-এ দু'টি বৃহৎ দলের মধ্যে মূলত নির্বাচনী লড়াই হবে বলে প্রতীয়মান হয়।[৪]

---

১ হাসানউজ্জামান, "বাংলাদেশের পাশ্চাত্য গণতন্ত্র প্রসঙ্গে", *দি জার্নাল অব পলিটিক্যাল সায়েন্স*, ঢাকা : সেমিনার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, নম্বর ১, ইস্যু ১, ১৯৮৪, পৃ. ৬০।

২ Leon D. Epstein, "Parliamentary Government," in David L. Sills, (ed.) *International Encyclopedia of Social Sciences* (New York : Macmillan and Free Press, 1968), p. 419.

৩ আবুল ফজল হক, *শাসন ব্যবস্থা ও রাজনীতি* (রংপুর : টাউন ষ্টোর্স, ১৯৯৮), পৃ. ২১১।

৪ দৈনিক *পূর্বাভাস*, ২২ জানুয়ারি, ১৯৯৯।

প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচনী প্রচার সভাগুলোতে নিজস্ব কর্মসূচি তুলে ধরার চেয়ে বেশী সময় ব্যয় করেন একে অপরের সমালোচনায়। এ নির্বাচনের আরও একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল দু'নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা প্রায় একই অবস্থান থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উভয় দলই অতীতে ক্ষমতায় ছিল এবং দু'জনের কেউই তখন দলের প্রাথমিক সদস্য ছিলেন না। ক্ষমতায় থাকাকালে দলের কর্মকাণ্ডের জন্য এ নির্বাচনের সময় তাদেরকে জবাবদিহি করতে হয়েছে অথচ এ সবের কোন কিছুর জন্যই তারা দায়ী নন। বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তাঁর স্বামী জিয়াউর রহমান-এর দেশ প্রেম, সততা ও সাফল্য তুলে ধরে বিএনপি'র শাসন কালকে দেশের সর্বাপেক্ষা নিষ্কলুষ শাসনকাল এবং ঐ সময়কে দেশবাসীর জন্য স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেন। অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বিভিন্ন প্রচারণা সভায় রাষ্ট্রপতি সরকার ব্যবস্থা ও সামরিক শাসনের তীব্র সমালোচনা করে ঢালাওভাবে জিয়া এরশাদের পনের বছরের শাসনকালে দেশের সম্পদ ব্যাপক হারে লুটপাট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। শেখ হাসিনা ১৯৭২ সালের সংবিধান পুন:প্রবর্তন করে তাঁর পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার দাবী করেন। জামায়াতে ইসলামী, পাঁচদল, ন্যাপ ও জাসদসহ অন্যান্য দল দুই বড় দলের নির্বাচনী প্রচারণাকে কাঁদা ছোড়াছুড়ি বলে উল্লেখ করেন।[৫] নিম্নে সংসদ নির্বাচনে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর মতাদর্শ দেখানো হ'ল।

সারণি -১ [৬]

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলির মতাদর্শ

দলের নাম	মতাদর্শ
১. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা, ইসলামী নীতি, বাজার অর্থনীতি এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন।
২. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, ভারতের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী, মিশ্র অর্থনীতি, মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং মুজিবের হত্যাকারীদের বিচার করা।
৩. জাতীয় পার্টি	বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী নীতি, পশ্চিমা দেশের সাথে যোগাযোগ এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
৪. জামায়াতে ইসলাম	ভারত বিরোধী, মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী, সমাজ এবং বাস্তব জীবনে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা।

[৫] দৈনিক *ইত্তেফাক*, ১০ ফেব্রুয়ারি, দৈনিক *সংবাদ*, ১১ ফেব্রুয়ারি।

[৬] গবেষক কর্তৃক তৈরীকৃত।

CamScanner

৫. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র এবং মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।
৬. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ	বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ এবং মন্ত্রী পরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা, মুজিবের হত্যাকারীদের যথাযথ বিচার কাজ সম্পন্ন করা।

নির্বাচনী ফলাফল

নির্ধারিত সময়সূচি মোতাবেক ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও ৩০টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ স্থগিত রাখার ফলে ফলাফল ঘোষিত হয় ২৯৪টি আসনের। ঐ ৩০টি কেন্দ্রের মধ্যে ২৩টি কেন্দ্রে পুনঃ নির্বাচনের নির্দেশ দেয়া হয় যা ৯মার্চ অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে পূর্বে স্থগিতকৃত মুন্সীগঞ্জ-৩ ও কুষ্টিয়া-২ আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৪ ও ১৮ মার্চ। ১৯৯১ এর সংসদ নির্বাচনে মোট ৬ কোটি ২২ লক্ষ ৮৯ হাজার ৫ শত ৬ জন ভোটারের মধ্যে ৩ কোটি ৪৪ লক্ষ ৭৭ হাজার ৮ শত ৩ জন অর্থাৎ শতকরা ৫৫.৩৫ ভাগ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নির্বাচনে বিএনপি ১ কোটি ২৭ লক্ষ ৩ শত ২১ ভোট পেয়ে (প্রায় ৩২%) ১৪০টি আসনে বিজয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। অপরদিকে ১ কোটি ১৬ লক্ষ ৮ হাজার ৩ শত ৫ ভোট পেয়ে ৩১%) ৮৮টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ বৃহত্তর বিরোধীদল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ৩৫টি আসন পেয়ে ক্ষমতাচ্যুত জেনারেল এরশাদের জাতীয় পার্টি এবং ১৮টি আসন পেয়ে জামায়াতে ইসলাম যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান লাভ করে। আওয়ামী লীগ বিএনপি'র চেয়ে ৫২টি আসন কম পেলেও ভোট প্রাপ্তির শতকরা মাত্র ১ ভাগের কম ভোটের ব্যবধানে পিছিয়ে থাকে। অপরদিকে জামায়াতে ইসলাম ৩৮ লক্ষ ৩২ হাজার ৩ শত ৮১ ভোট (১২.১৩%) পেয়ে ১৮টি আসন লাভ করে অথচ ৩৫ লক্ষ ১৯ হাজার ৮ শত ৬৭ ভোট (১১.৯২%) পেয়ে জাতীয় পার্টি ৩৫টি আসন লাভ করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী ৭৬টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৬৫টি দল কোন আসন পায়নি।[৭]

নির্বাচনে বিভাগ ওয়ারী ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, গড়পরতা বিএনপি ও আওয়ামী লীগ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে প্রায় সমান সংখ্যক ভোট লাভ করে। নিম্নে বৃহৎ রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট ও আসন প্রাপ্তির একটি চিত্র তুলে ধরা হ'ল :

---

৭ Bangladesh Election Commission, Report of the Fifth Parliamentary Election, 1991, Dhaka : Bangladesh Government Press, 1991.

CamScanner

সারণি -২ [৮]

১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল

অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	বিজয়ী আসন	প্রাপ্ত মোট ভোট	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	১৪০	১,২৭,০০,৩২১	৩১.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	১,১৬,০৮,৩০৫	৩১.০৮
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	৩৫,১৯,৮৬৭	১১.৯২
জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ	২২২	১৮	৩৮,৩২,৩৮১	১২.১৩
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক লীগ	৬৮	৫	৬,১৬,০১৪	১.৮১
সি পি বি	৪৯	৫	৪,০৭,৫১৫	১.১৯
অন্যান্য	১,১৮৫	৬	২,৭৯,৮২৪	৫.৬৭
স্বতন্ত্র	৪২৪	৩	১৫,১৩,৫৭৬	৪.৩৯
মোট	২,৭৮৪	৩০০	৩,৪৪,৭৭,৮০৩	১০০

নির্বাচনী ফলাফলের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল বেগম খালেদা জিয়া এবং ক্ষমতাচ্যুত এরশাদ ৫টি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রত্যেকটিতেই বিজয়ী হন। কিন্তু শেখ হাসিনা ৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং দু'টিতেই বিএনপি'র প্রায় অপরিচিত প্রার্থীর নিকট পরাজিত হন। নির্বাচনী ফলাফল পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৬০ টি আসনে বিএনপি'র সঙ্গে আওয়ামী লীগের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এ ছাড়া বিএনপি'র সঙ্গে ১৩টি আসনে জামায়াত, ৭টি জাতীয় পার্টি, ৩টি সিপিবি, ২টিতে বাকশাল, ১টিতে জাসদ (রব) এবং ১টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এটাও লক্ষণীয় যে, কোন কোন আসনে বিএনপি'র সঙ্গে জাতীয় পার্টির দ্বিমুখী লড়াইয়ের ফলে আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা বিজয়ী হয়। অপরদিকে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ৩৮টি আসনে জাতীয় পার্টি, ১৯টি আসনে জামায়াত এবং ৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। পর্যালোচনায় আরও দেখা যায় যে, ১৪৫টি আসনে আওয়ামী লীগ, ৬৭টি তে বিএনপি, ৩৫ টিতে জামায়াত, এবং ২৭ আসনে জাতীয় পার্টি দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

[৮] Bangladesh Election Commission, Report of the Sixth Parliamentary Election, 1996, Dhaka : Bangladesh Government Press, 1996.

CamScanner

পর্যবেক্ষক মহলের মতামত

বিভিন্ন দল ও দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকগণ নির্বাচনকে অবাধ ও সুশৃঙ্খল বলে অভিহিত করেন। সফররত বৃটিশ, জাপানী ও সার্কভূক্ত দেশের বেসরকারি পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশের পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সম্পর্কে বলেছেন, নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের জনগণ ও প্রশাসনের যে অঙ্গীকার ছিল তা পালিত হয়েছে। পর্যবেক্ষক দল তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, এ ধরনের শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান অন্যান্য সার্কভুক্ত দেশগুলোর জন্যও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করতে পারে। সার্কভুক্ত চারটি দেশের ৩০ সদস্য বিশিষ্ট একটি বেসরকারি পর্যবেক্ষক দল মন্তব্য করেছেন, ২৪ হাজার নির্বাচন কেন্দ্রের মধ্যে মাত্র ৩৪টি নির্বাচন কেন্দ্রের নির্বাচন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছে। নির্বাচনে তেমন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেনি। চার সদস্য বিশিষ্ট বৃটিশ সংসদীয় দলের নেতা পিটার শোরও ৫৯টি কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে ঢাকায় প্রদত্ত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়েছে এবং ভোটাররা নিজের ইচ্ছায় ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পেরেছেন। তাঁদের মতে নির্বাচনী কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে কেবল আইন শৃংখলা রক্ষার দায়িত্বই পালন করেছে এবং তারা কোন দলের জন্যই কাজ করেনি। তাঁরা এ নির্বাচনকে দৃষ্টান্তমূলক ও অনুসরণীয় বলে মন্তব্য করেন। সাধারণ ভোটারাও এ নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলে উল্লেখ করেছেন। 'Institute of Human Rights and legal affairs and liberty forum' এর যৌথ উদ্যোগে গঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৯১ এর মনিটরিং সেলের মতে বাংলাদেশে এবারই প্রথম সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দেশে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার প্রারম্ভিক স্তম্ভ তৈরী হল'। সকালে ভোটদানের সময় আওয়ামী লীগ প্রধান ও আট দলীয় জোট নেত্রী শেখ হাসিনা বলেন "এবারের নির্বাচনের ভোটাররা নির্ভয়ে ভোট দিতে পারছে এবং নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হচ্ছে'।[৯] কিন্তু নির্বাচনোত্তর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি তা কল্পনা করা যায় না। অবশ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি মন্ডলীর সদস্য ড. কামাল হোসেন জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সকল রাজনৈতিক দল ও জোট এবং

---

[৯] মাহমুদ শফিক, *বাংলাদেশের সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়* (ঢাকা: বর্ণবীনা প্রকাশনী, ১৯৯৫), পৃ. ১৪৯।

আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী পেশাজীবী সংগঠনগুলোকে একে অপরের সহযোগিতায় এগিয়ে আসার আহবান জানান। নিরপেক্ষ নির্বাচন সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, নির্বাচন কমিশন ও জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ড. কামাল হোসেন তাঁর বিবৃতিতে বলেন স্বৈরাচারী শাসক দেশের অর্থনীতি, আইন শৃংঙ্খলা ও শিক্ষাসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে রেখে গেছেন তা মোকাবেলা করার জন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসতে হবে। তবে নির্বাচনে যে কিছু অনিয়ম বা ত্রুটি ছিল না তা নয়। যেমন ভোটার তালিকা ত্রুটিপূর্ণ থাকায় বেশ কিছু জাল ভোট পড়েছে। কালো টাকার প্রভাবও যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ নির্বাচন যে বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু ছিল তা সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাদেশের আইনজীবী সমিতিগুলো সমন্বয় পরিষদের আহবায়ক শামসুল হক চৌধুরী বলেন, নির্বাচন মুক্ত, অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হবার ফলে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তাই দেশবাসী আনন্দিত ও গর্বিত।[১০] এ ধরণের অবাধ, নিরপেক্ষ ও স্বত:স্ফূর্ত নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি দলগত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

বিএনপি'র সরকার গঠন

২৭ ফেব্রুয়ারি সংসদ নির্বাচনের অব্যবহিত পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি সরকার গঠনের দাবী করে। অপরদিকে আওয়ামী লীগসহ কয়েকটি সংগঠন দলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের বিরোধিতা করে। তারা তিন জোটের রূপরেখা অনুযায়ী 'সার্বভৌম'সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানায়। তাদের মতে, সংবিধান সংশোধন করে সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের পরেই দলীয় সরকার গঠন করা যেতে পারে। তাছাড়া সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। কিন্তু যেহেতু সাধারণ নির্বাচনে কোন দলই নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, সেহেতু নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠনের ব্যাপারে জটিলতা দেখা দেয়। অবশেষে জামায়াতে ইসলাম সরকার গঠনে বিএনপি'কে সমর্থন দান করলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ১৯ মার্চ বেগম খালেদা জিয়াকে প্রধানমন্ত্রী করে ৪০ সদস্যের একটি মন্ত্রীপরিষদ নিযুক্ত করেন। তবে সংবিধান অনুসারে সব নির্বাহী ক্ষমতা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির হাতে থেকে যায়। আইনত: প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীগণ ছিলেন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র। ১৯৯১ সালের ৫ এপ্রিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সে দিন সংসদে

---

[১০] *তদেব*, পৃ. ৮৪।

প্রদত্ত ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ তাঁর স্বপদে ফিরে যাওয়ার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন। তাই তিনি সংসদকে অনুরোধ করেন যেন চলতি অধিবেশনে অন্ততঃ একটি ক্রান্তিকালীন বিধান সংবিধানে সংযোজন করে তাঁকে অতি সত্ত্বর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। তিনি আরও বলেন, 'তিন জোটের যুক্ত ঘোষণা বা রূপরেখা অনুযায়ী সার্বভৌম সংসদের নিকট আমার ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ছিল। এ রূপরেখার সাংবিধানিক মূল্য না থাকলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে যথেষ্ট।'

এ ব্যাপারে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিনি সংসদ সদস্যদের প্রতি আহবান জানান।[১১] ১৪ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সদস্য এবং সংসদে বিরোধী দলীয় উপনেতা আব্দুস সামাদ আজাদ সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃ প্রবর্তনকল্পে একটি সংবিধান সংশোধনী বিল উত্থাপনের নোটিশ প্রদান করেন।[১২] সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর আলোচনাকালে জাতীয় পার্টি ব্যতীত অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যগণ সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন।এমতাবস্থায় ৫ জুন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেন, 'বর্তমান সংবিধান মতে সব ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে। প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা মাত্র। তা সত্বেও গণতন্ত্রের স্বার্থে তিনি মন্ত্রীপরিষদ কাজে হস্তক্ষেপ করতে চাননি। তিনি আরও বলেন যে, সংসদ তার পুরো পাঁচ বছর মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকুক এবং বর্তমান সরকারও স্থিতিশীল থাক এটাই তাঁর কামনা।' সংবিধান অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে তাঁর ক্ষমতার প্রয়োগ ও হস্তক্ষেপ গণতান্ত্রিক নীতির পরিপন্থী বলে সমালোচিত হতে পারে বিধায় তিনি স্বপদে ফিরে যেতে চান। বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী তিনি স্পীকারের নিকট পদত্যাগ করতে পারেন না এবং নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে কার্যভার গ্রহণ করলেই তাঁর কার্যকাল শেষ হবে। অতএব অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি পদ থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক সংশোধনীটি গ্রহণ করে সরকার পদ্ধতির প্রশ্নটি অতি সত্ত্বর মীমাংসার আহবান জানান।[১৩]

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বিচারপতি সাহাবুদ্দীন তাঁর দায়িত্ব থেকে অতি সত্ত্বর অব্যাহতি পেতে চান, কিন্তু সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোন চাপের মুখে তিনি পদত্যাগ করবেন না। এবং প্রয়োজনবোধে তিনি রাষ্ট্রপতির সব সাংবিধানিক

---

[১১] দৈনিক *সংবাদ*, ১৬ এপিল, ১৯৯১।

[১২] দৈনিক *সংবাদ*, ১৬ এপ্রিল, ১৩, ১৪ ও ১৫ মে, ১৯৯১।

[১৩] দৈনিক *সংবাদ*, ৬ জন, ১৯৯১।

ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তনের পক্ষে মত ব্যক্ত করেন এবং ১০ ও ১১ জুন বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটি, সংসদীয় দল ও ষ্ট্যান্ডিং কমিটির পৃথক পৃথক সভায় সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৯১ সালের ২ জুলাই সংসদে সংবিধানের একাদশ ও দ্বাদশ সংশোধনী বিল উত্থাপিত হয়। এ বিলের অর্থ যথাক্রমে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি তাঁর পূর্বপদে ফিরে যেতে পারবেন এবং সংসদীয় ব্যবস্থার প্রবর্তন। ৬ আগস্ট বিল দু'টি পাশ হয়। যেহেতু দ্বাদশ সংশোধনী বিলটিতে সংবিধানের ৪৮, ৫৬, ৫৮, ৯২ক ও ১৪২ অনুচ্ছেদের বিধানাবলী সংশোধনের প্রস্তাব ছিল, সেহেতু রাষ্ট্রপতি বিলটি গণভোটে পেশ করেন। ১৯৯১ এর ১৫ সেপ্টেম্বর গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে প্রদত্ত ভোটের ৮৪.৩৮% বিলের পক্ষে পড়ে। গণভোটের পর সংবিধান অনুযায়ী ১৮ সেপ্টেম্বর সংসদীয় পদ্ধতির সরকার নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত সাহাবুদ্দীন আহমেদ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। ৮ অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি প্রার্থী আব্দুর রহমান বিশ্বাস ১৭২টি ভোট লাভ করেন।আব্দুর রহমান বিশ্বাস ৯ অক্টোবর বাংলাদেশের দ্বাদশ রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। পরদিন ১০ অক্টোবর বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ প্রধান বিচারপতি পদে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সঙ্গে অবসান ঘটে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদের ৩০৭ দিনের ঘটনাবহুল শাসনকালের।[১৪]

দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদ

দ্বাদশ সংশোধনী আইনে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছে। গণ আন্দোলনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক জোটের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল সার্বভৌম সংসদ এবং জবাবদিহিমূলক সরকার প্রতিষ্ঠা। সংসদীয় সরকার প্রবর্তিত হবার ফলে সংসদের ভাবমূর্তি হয়েছে অত্যন্ত উজ্জল, এর ক্ষমতা এবং প্রভাবের ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। সংসদই সব কর্তৃত্বের উৎস। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রেও সংযোজিত হয়েছে নতুন মাত্রা। আইন প্রণয়ন ক্ষেত্রে সংসদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় স্বার্থের অভিভাবক সংসদ। বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কর্তৃত্ব অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রে সংসদ অতন্দ্র প্রহরী। সংসদের অধিবেশন, আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, নির্বাহী বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ, অর্থ সংক্রান্ত, নির্বাচন সংক্রান্ত, বিচার, যুদ্ধ, জননিরাপত্তা,

---

[১৪] আব্দুল ওদুদ ভূঁইয়া, *রাজনৈতিক উন্নয়ন* (ঢাকা : রয়েল লাইব্রেরী, ১৯৯৮), পৃ. ৩৬৪; আবুল ফজল, *রাজনীতি, সংঘাত ও পরিবর্তন* (রাজশাহী : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা বোর্ড, ১৯৯৮), পৃ. ৩৮৭।

সামরিক বাহিনী, বেসামরিক চাকরি, অধ্যাদেশ, জরুরি বিধান, রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নির্ধারণ। প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদ তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।[১৫]

সংসদীয় সরকারের কার্যক্রম (১৯৯১-৯৫)

স্থায়িত্ব ও কার্যক্রমের ব্যাপকতায় এবং সরকারি ও বিরোধী দলের সংখ্যাগত অবস্থানের নৈকট্যে পঞ্চম জাতীয় সংসদ অতীতের সংসদগুলোকে অতিক্রম করেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন সময়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হলে তিনি উক্ত পরিস্থিতিতে যেরূপ প্রয়োজনীয় বলে মনে করবেন, সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন এবং জারি হওয়ার সময় হতে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। পঞ্চম পার্লামেন্টে সর্বমোট ২২টি অধিবেশনে ২৭৮টি বিলের নোটিশ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে সংসদে উত্থাপিত ১৮৪টি বিলের মধ্যে ১৭৩টি গৃহীত হয় এবং গৃহীত ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১০২ টি মৌলিক, ৭১টি অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশগুলো ইতোপূর্বে আইন হিসেবে বলবৎ হয় এবং যা পরবর্তীতে শুধুমাত্র অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য সংসদে উত্থাপিত হয়। রাষ্ট্রপতি যেসব বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, সেগুলো হল, The President's (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, 1991, the Prime Minister's (Remuneration and privileges) (Amendment) ordinance, 1991, The speaker and Deputy speaker's (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, 1991, The Minister's of state and Deputy ministers (Remuneration and Privileges) (Amendment) ordinance, 1991, The Supreme Court Judges (Remuaraton and privileges) (Amendment) ordinance, 1991 ইত্যাদি। পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার অল্পদিন পূর্বেও সরকার যে বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করেন, সেটি হ'ল, The Supreme Court Judges (Leave and pension and privileges) Amendment) Ordinance, 1993. বিরোধী দলীয় সদস্য সুধাংশ শেখর হালদার এ বিলটির সমালোচনা করেন।[১৬]

---

[১৫] এমাজ উদ্দিন আহমদ, *বাংলাদেশের সংসদীয় গণতন্ত্রের পুন:প্রবর্তন: প্রাসঙ্গিক চিন্তাভাবনা* (ঢাকা: করিম বুক কর্পোরেশন, ১৯৯৮), পৃ. ৩৪৭-৩৪৯।

[১৬] জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খন্ড-১১, সংখ্যা-১, ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩, পৃ. ৪৮।

CamScanner

সারণি -৩ [১৭]

পঞ্চম পার্লামেন্টে উত্থাপিত ও গৃহীত সাধারণ বিলের অধিবেশন ওয়ারী সংখ্যা-

অধিবেশন	বিলের নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
প্রথম অধিবেশন ৫-৪-৯১ থেকে ১৫-১৫-৯১	৪৩	২৩	৫৩.৪৯	২৩	৫৩.৪৯	১৮	৪১.৮৬
দ্বিতীয় অধিবেশন ১১-৬-৯১ থেকে ১৪-৮-৯১	১১	১১	১০০.০০	১১	১০০.০০	১০	৯০.৯১
তৃতীয় অধিবেশন ১২-১০-৯১থেকে ৫-১১-৯১	১২	১১	৯১.৬৭	১১	৯১.৬৭	৪	৩৩.৩৩
চতুর্থ অধিবেশন ৪-১-৯২ থেকে ১৮-২-৯২	২২	১৩	৫৯.০৯	১৩	৫৯.০৯	১৮	৮১.৮২
পঞ্চম অধিবেশন ১২-৪-৯২ থেকে ১৯-৪-৯২	৪	১	২৫.০০	১	২৫.০০	০০	০.০০
ষষ্ঠ অধিবেশন ১৮-৬-৯২ থেকে ১৩-৮-৯২	২৯	২৬	৮৯.৬৬	২৬	৮৯.৬৬	১৮	৬২.০৭
সপ্তম অধিবেশন ১১-১০থেকে ৯২-৬-১১-৯২	১৫	১৪	৯৩.৩৩	১৪	৯৩.৩৩	১৮	১২০.০০
অষ্টম অধিবেশন ৩-১-৯৩ থেকে ১৩-৫-৯৩	১০	১০	১০০.০০	১০	১০০.০০	১২	১২০.০০
নবম অধিবেশন ৯-৫-৯৩ থেকে ১৩-৫-৯৩	২৪	৪	১৬.৬৭	৪	১৬.৬৭	০০	০.০০
দশম অধিবেশন ৬-৬-৯৩ থেকে ১৫-৭-৯৩	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০
একাদশ অধিবেশন ১২-৯-৯৩ থেকে ২৭-৯-৯৩	১৩	৪	৩০.৭৭	৪	৩০.৭৭	৬	৪৬.১৫
দ্বাদশ অধিবেশন ২১-১১-৯৩ থেকে ৮-১২-৯৩	৯	৫	৫৫.৫৬	৫	৫৫.৫৬	৭	৭৭.৭৮
ত্রয়োদশ অধিবেশন ৫-২-৯৪ থেকে ৭-৩-৯৪	১০	৬	৬০.০০	৬	৬০.০০	২	২০.০০
চতুর্দশ অধিবেশন ৪-৫-৯৪ থেকে ১২-৫-৯৪	৪	২	৫০.০০	২	৫০.০০	৬	১৫০.০০

[১৭] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতম, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫), অধিবেশনেয় কার্যবাহের সারাংশ।

		স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিল		সংসদে উত্থাপিত বিল		সংসদ কর্তৃক পাসকৃত বিল	
পঞ্চদশ অধিবেশন ৬-৬-৯৪ থেকে ১১-৭-৯৪	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৭	৭৭.৭৮
ষষ্ঠদশ অধিবেশন ৩০-৮-৯৪ থেকে ১৪-৯-৯৪	২	২	১০০.০০	২	১০০.০০	৪	২০০.০০
সপ্তদশ অধিবেশন ১২-১১-৯৪ থেকে ৮-১২-৯৪	৬	৬	১০০.০০	৬	১০০.০০	৭	১১৬.৬৭
অষ্টাদশ অধিবেশন ২৩-১-৯৫ থেকে ২৩-২-৯৫	১২	১১	৯১.৬৭	১১	৯১.৬৭	৯	৭৫.০০
উনিশতম অধিবেশন ২৪-৪-৯৫ থেকে ২৭-৪-৯৫	২	২	১০০.০০	২	১০০.০০	১	৫০.০০
বিশতম অধিবেশন ১১-৭-৯৫ থেকে ১৫-৬-৯৫	৯	৯	১০০.০০	৯	১০০.০০	৮	৮৮.৮৯
একুশতম অধিবেশন ৬-৯-৯৫ থেকে ২৬-৯-৯৫	৫	৯	১৮০.০০	৫	১০০.০০	৮	১৬০.০০
বাইশতম অধিবেশন ১৫-১১-৯৫ থেকে ১৮-১১-৯৫	২	১	৫০.০০	১	৫০.০০	১	৫০.০০
মোট-	২৭৮	১৮৪	৬৬.১৯	১৮৪	৬৬.১৯	১৭৩	৬২.২৩

পঞ্চম পার্লার্মেন্টে গৃহীত মোট ১৭৩টি বিলের মধ্যে ৫১টির ওপর বিস্তারিত, ৫৫টির ওপর মোটামুটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৬৭টি বিল কোনরূপ আলোচনা ব্যতীত পাস করা হয়। সংসদে বিস্তারিত আলোচিত বিলগুলোর ওপর সরকারি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যদের অংশ গ্রহণ ছিল সন্তোষজনক, আলোচনা ও সমালোচনা ছিল প্রাণবন্ত। তবে বিরোধী দলীয় সদস্য জনাব মো. নূরুল ইসলাম মনি, 'The printing press and publications Declaration and Registraton (Amendment) Bill, 1991' এর কঠোর সমালোচনা করেন।[১৮]

বাংলাদেশ পঞ্চম পার্লামেন্টে সংবিধানের একাদশ সংশোধনী বিল, ১৯৯১ এবং সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী বিল, ১৯৯১ সরকারি ও বিরোধী দলের সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পঞ্চম পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা ছিল ১৮৪টি এবং এগুলো মহান সংসদে আলোচনাকালে বিরোধী দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক ১০৩টি বিলের ওপর বিভিন্ন আকারের

[১৮] জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১৩, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯১, পৃ. ১০৫।

CamScanner

(জনমত যাচাই, বাছাই কমিটিতে প্রেরণ, স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণ ও বিভিন্ন ক্লজের ওপর সংশোধনীসহ) ৮৫৯টি প্রস্তাব আনা হয়। তন্মধ্যে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব ছিল ৪০২টি, যার মধ্যে কণ্ঠ ভোটে নাকচ করা হয় ৪০১টি এবং গৃহীত হয় শুধুমাত্র ১টি। বাছাই কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব আনা হয় ৭৯টি, যার মধ্যে সবগুলোই নাকচ করা হয়। স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব ছিল ১৮টি, তবে ১৮টি প্রস্তাবই কণ্ঠভোটে বাতিল করা হয়। বিভিন্ন ক্লজের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব ছিল ৩৬০টি যার মধ্যে ২৮০টি সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে নাকচ করা হয়, গৃহীত হয় শুধুমাত্র ৮০টি। অপরপক্ষে সরকারি দলের সংসদ সদস্যরা শুধুমাত্র ৪টি বিলের ওপর ৬টি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন যার সবগুলোই গৃহীত হয়। এভাবে পঞ্চম পার্লামেন্টে গৃহীত ১৭৩টি বিলের মধ্যে ১০৩টি বিল বিভিন্ন আকারে সংশোধিত হয়ে পাস হয় এবং বাকী ৭০টি বিল কোনরূপ সংশোধন ছাড়াই গৃহীত হয়।

সারণি -৪ [১৯]

পঞ্চম পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নমূলক কাজের খতিয়ান

বিলের নোটিশের সংখ্যা	২৭৮
স্পীকার কর্তৃক গৃহীত বিলের সংখ্যা	১৮৪
সংসদে উত্থাপিত বিলের সংখ্যা	১৮৪
সংসদে পাসকৃত বিলের সংখ্যা	১৭৩
(ক) মৌলিক বিল	১০২
(খ) অধ্যাদেশ আকারে পূর্বাহ্নে জারিকৃত বিল	৭১
(গ) আলোচনাসহ গৃহীত বিল	১০৬
(ঘ) আলোচনা ছাড়া গৃহীত বিল	৬৭
(ঙ) সংশোধনীসহ গৃহীত	৭০

সংসদীয় কমিটি গঠন

বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদে ১১টি সংসদীয়, ৩৫টি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, ৫টি বিশেষ কমিটি এবং ২টি বিল সম্পর্কিত বাছাই (মোট ৫৩টি) কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিসমূহ ১৮০৬টি বৈঠকে মিলিত হয় এবং ৩৬টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপন করে।

[১৯] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতম, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫), অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

CamScanner

পঞ্চম জাতীয় সংসদে সাধারণ বাজেট (১৯৯১-৯২), (১৯৯২-৯৩), (১৯৯৩-৯৪), (১৯৯৪-৯৫) ও (১৯৯৫-৯৬) মোট পাঁচটি বাজেট প্রণীত হয়।

বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে মন্ত্রীপরিষদ তাদের কার্যাবলীর জন্য জাতীয় সংসদের কাছে দায়ী থাকে। পঞ্চম সংসদেও মন্ত্রীগণ সংসদে উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে নিজ নিজ দপ্তর সম্পর্কে উত্থাপিত বিভিন্ন অভিযোগ বা প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসারে পঞ্চম জাতীয় সংসদে শাসন বিভাগকে যেসব পন্থায় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, সেগুলো হ'ল, (১) প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি, (২) স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন, (৩) মুলতবি প্রস্তাব, (৪) জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ, (৫) জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা, (৬) অর্ধ ঘন্টা আলোচনা, (৭) সিদ্ধান্ত প্রস্তাব প্রভৃতি।

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি (কার্যপ্রণালী বিধি ৪১-৫৮)

সংসদ প্রথম এক ঘন্টা প্রশ্ন ও উত্তর দানের জন্য বরাদ্দ রাখে। এ পার্লামেন্ট সংসদীয় আমলে মোট ২২টি অধিবেশনে মিলিত হয় এবং প্রতিটি অধিবেশনেই প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন

পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৩৭,৯০৭টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৯,৩৯১টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৮,৬৯২টি সংসদে উত্থাপিত হলেও ৮,২২১ টির ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।[২০]

পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৪১টি মন্ত্রণালয়ের ওপর ৮,২২১ টি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ৪১টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে ১৪টি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে খুবই কম প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, বিজ্ঞানও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, নির্বাচন কমিশন, প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রণালয়, স্পেশাল অ্যাফেয়ার্স, কর্ম কমিশন, মন্ত্রী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়,. প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক

---

[২০] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খণ্ড ১, সংখ্যা- ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৫ মে, ১৯৯১)।

CS CamScanner

মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় প্রভৃতি। এভাবে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রামাণিত হয় যে, কোন মন্ত্রণালয় কতটুকু দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ছিল।[২১]

পঞ্চম পার্লামেন্টে আলোচিত ৮২,২২১টি তারকা চিহ্নিত প্রশ্ন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সরকার দলীয় সদস্যরা ১,৩৯৫টি এবং বিরোধী দলীয় সদস্যরা ৬,৮২৬টি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। সংসদে আলোচিত সরকার দলীয় সদস্যদের ১,৩৯৫টি প্রশ্নের মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৮৯২টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ৫০৩টি যেমন পল্লী উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ঋণ প্রদান, পল্লী বিদ্যুতায়ন, শিক্ষা নগরী স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ, যমুনা সার কারখানা স্থাপন, চামড়া রপ্তানী, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সেতু নির্মাণ, পানীয় জল সরবরাহ, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ স্থাপন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কেন্দ্র স্থাপন, এ্যাম্বুলেন্স সরবরাহ, বকেয়া গ্যাস বিলের পরিমাণ, বেকার যুবকদের শিল্পঋণ প্রদান, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প স্থাপন, সিমেন্ট উৎপাদন, টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন, সড়ক পাকা করণ, চিংড়ি মাছ রপ্তানী, চাল ও গমের চাহিদা, দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, নদী খনন, দেওয়ানীও ফৌজদারী মামলার সংখ্যা, বাইপাস সড়ক নির্মাণ, বেড়ী বাধ নির্মাণ, বিচার ব্যবস্থা পুনর্বিন্যাস, পারিবারিক আদালত গঠন, আশ্রয় কেন্দ্র মেরামত, শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দান, মুসলিম শরণার্থী, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধান, বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎতের সিস্টেম লস, জীবনধর্মী ছবি নির্মাণ, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, এতিম খানা স্থাপন, স্লুইস গেট স্থাপন, জুটমিলে উৎপাদন বৃদ্ধি, আন্তনগর ট্রেন সার্ভিস চালু, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন পরিবর্তন, ভকেশনাল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার স্থানান্তর, ঢাকা ওয়াসার পানি উত্তোলন, মৎস্য উৎপাদন[২২] ইত্যাদি।

---

[২১] পূর্বোক্ত।

[২২] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতম, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫), অধিবেশনেয় কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা, ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৫ মে, ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা, ১-৪৩ (১১ জুন, ১৯৯১-১৪, আগস্ট, ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা, ১-১৪ (১২ অক্টোবর, ১৯৯১, ৫ নভেম্বর ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১-২৭ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা, ১-৬ (১২ এপ্রিল, ১৯৯২-১৯ এপ্রিল, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা, ১-১৪ (১৮ জুন, ১৯৯২-১৩ আগস্ট, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৭, সংখ্যা, ১-২০ (১১ অক্টোবর, ১৯৯২-৬ নভেম্বর, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা, ১-৩২ (৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩-১১ মার্চ, ১৯৯৩; বিতর্ক, খন্ড-৯, সংখ্যা, ১-৫ (৯ মে, ১৯৯৩-১৩ মে, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১০, সংখ্যা, ১-

CamScanner

অন্যদিকে, বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের আলোচিত ৬,৮২৬টি প্রশ্নের মধ্যে ৪,৭৭৫টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ২,০৫১ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত, যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পশু কল্যাণ উপ-কেন্দ্র স্থাপন, নদী ভাঙ্গন, রীমা হত্যা মামলা, ঢাকা শহরের বন্যা প্রতিরোধ, শ্রম আদালত, কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, নদী পুনঃখনন, হাসপাতাল নির্মাণ, শহর রক্ষা বাঁধ নির্মাণ, স্থায়ী ড্রেজিং ব্যবস্থা, কিডনী সংযোজন হাসপাতাল নির্মাণ, ডাকঘর স্থাপন, বিমান ক্রয়, উৎপাদিত ও আমদানীকৃত কৃষি উপকরণের মূল্যবৃদ্ধি, সাভার স্মৃতি সৌধ, রেলওয়ে কর্মচারীদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ, ধূম পান নিষিদ্ধ, চিংড়ি চাষ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ফৌজদারী আদালত জেলা সদরে স্থানান্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত, জ্বালানী হিসেবে সৌরশক্তি ব্যবহার, মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিকরণ[২৩] ইত্যাদি। সংসদে আলোচিত প্রশ্নগুলোর ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৪,৫২৯টি প্রশ্নের ওপর যথার্থ উত্তর প্রদান করেন। ২,২৮০টি প্রশ্নের ওপর মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ১,৪১২টি প্রশ্নের উত্তর তাঁরা এড়িয়ে যান। লক্ষণীয় যে, অনেক প্রশ্নের ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করে পরে জানাবেন বলে উল্লেখ করলেও এবং সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সময় দেবার পরও তাদের নিকট থেকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সংসদকে জানান যে, এ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

তারকাচিহ্ন বিহীন প্রশ্ন

পঞ্চম পার্লামেন্টে তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের নোটিশের সংখ্যা ছিল ৯,৪৬৩টি। তন্মধ্যে সংসদে আলোচনা ও উত্তরদানের জন্য ৩,৩৬৩টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। গৃহীত প্রশ্নগুলোর মধ্যে ৩,০৫৬টি সংসদে উত্থাপিত হলেও ২,৬৫৭টির ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৪১টি মন্ত্রণালয়ের ওপর ২,৬৫৭টি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এবং দেখা যায়,- কোন কোন মন্ত্রণালয়ে খুবই কম প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। যেমন, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রণলয়,

---

৩১ (৬ জুন, ১৯৯৩-১৫ জুলাই, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১১, সংখ্যা, ১-১১ (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩-২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১-১৪ (২১ নভেম্বর, ১৯৯৩-৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১৩, সংখ্যা, ১-১৯ (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪-৭ মার্চ, ১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড-১৫, সংখ্যা, ১-২৫ (৬ জুন, ১৯৯৪-১১ জুলাই, ১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড-২২, সংখ্যা, ১-৩ (১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫-১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫)।

[২৩] *পূর্বোক্ত।*

কর্মকমিশন মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, মন্ত্রী পরিষদের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এভাবে প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রমাণিত হয় কোন মন্ত্রণালয় কতটুকু সংসদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক ছিল। উত্থাপিত ও আলোচিত প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ১,৬৬২টি প্রশ্নের যথার্থ ও ৬৬৬ টি প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ৪৩৫টি প্রশ্নের উত্তর বিভিন্ন অজুহাতে এড়িয়ে যান।[২৪]

স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন (কার্য প্রণালী বিধি-৫৯)

পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ২১৪টি স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন জমা পড়ে। তন্মধ্যে আলোচনা ও উত্তর প্রদানের জন্য ১০টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ৭টি প্রশ্ন ফেরত পাঠানো হয়, ১৭৮টি বাতিল করা হয় এবং ২৭টি অধিবেশন সমাপ্তির ঘোষণার ফলে সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়, ৫টি প্রশ্ন সংসদে উত্থাপিত হলেও আলোচিত হয় শুধুমাত্র ১টি এবং যা ছিল নৌ পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত। সংসদে আলোচিত প্রশ্নটি ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য জনাব শেখ হারুন অর-রশিদ মিয়া কর্তৃক আনীত 'মংলা বন্দরে অবস্থানরত পানামা পতাকাবাহী সামুদ্রিক জাহাজ এম ভি পোলা এবং এম ভি তাছুনা জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত বিল। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী উক্ত প্রশ্নের ওপর যথার্থ উত্তর প্রদান করেন।[২৫]

মুলতবি প্রস্তাব (কার্য প্রণালী বিধি-৬১)

পঞ্চম পার্লামেন্টে মুলতবি প্রস্তাবের জন্য ১,৮০৩টি নোটিশ জমা পড়ে, তন্মধ্যে ৬টি প্রস্তাব স্পীকার কর্তৃক বিধি সম্মত বলে গৃহীত হয়। ১,৬৯৪ টি প্রস্তাব বাতিল করা হয় এবং ১০৪টি প্রস্তাব অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার ফলে তামাদি হয়ে যায়। সংসদে শুধুমাত্র ৫টি প্রস্তাবের ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলো ২টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১টি এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৪টি। সংসদে আলোচিত ৫টি মুলতবি প্রস্তাবের মধ্যে সবগুলো ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের এবং যার সবগুলোই ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত, যেমন বি এস এস কর্তৃক বাংলাদেশের বি ডি

---

[২৪] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-১ ২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৫ মে, ১৯৯১) বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা- ১-৪৩ (১১ জুন, ১৯৯১-২৪ আগষ্ট, ১৯৯১)

[২৫] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা-২৪, ১৮ জুলাই ১৯৯১, পৃ. ৫০-৫১।

CamScanner

আর ও নাগরিক হত্যা,[২৬] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'দল ছাত্রের বন্দুক যুদ্ধ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি[২৭], অধ্যাপক গোলাম আযমকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচন করায় উদ্ভূত পরিস্থিতি[২৮], রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের নারকীয় সন্ত্রাস। আলোচিত এ পাঁচটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সবগুলো প্রস্তাবেরই সন্তোজনক উত্তর প্রদান করেন।[২৯]

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ (কার্যপ্রণালী বিধি-৬৮)

পঞ্চম পার্লামেন্টে ৫,৮৮০টি জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ৫৮১টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ৫,৫৪০টি বাতিল করা হয় এবং ২৪১টি অধিবেশন সমাপ্তি ঘোষণার ফলে তামাদি হয়ে যায়। ৩৪০টির ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সংসদে বিবৃতি প্রদান করেন।

সংসদে আলোচিত ৩৪০টি প্রশ্ন ২৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যেমন- এনজিও, খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ১৬টি, তথ্য মন্ত্রণালয়ে ৩টি, বস্ত্র মন্ত্রণালয়ে ১টি, শ্রম মন্ত্রণালয়ে ১টি, ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে ৩টি, খাদ্য মন্ত্রণালয়ে ১টি, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ২টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ৫টি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১টি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ে ৪টি, বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ে ৩টি, কৃষি মন্ত্রণালয়ে ৩টি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ২টি, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে ১৩টি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ১৪টি, অর্থ মন্ত্রণালয়ে ৮টি, পূর্ত মন্ত্রণালয়ে ২টি, সেচ মন্ত্রণালয়ে ১৯টি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ১৫টি, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ১৫টি, ভূমি মন্ত্রণালয়ে ৭টি, আইন মন্ত্রণালয়ে ২টি, প্রধান মন্ত্রীর মন্ত্রণালয়ে ১টি, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে ১৯টি, মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ১টি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ২টি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়ে ৪টি।[৩০]

---

[২৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৯, ২৩ এপ্রিল ১৯৯১, পৃ. ৬৬-৯৮।

[২৭] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা-৮, ২৮ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ. ৩৭-১১০।

[২৮] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৪, সংখ্যা-২, ৮ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ২৬-৪৬; বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৪, সংখ্যা-৪, ১২ জানুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ১৫৮-১৮৪।

[২৯] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-৮, সংখ্যা-১২, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩, পৃ. ৫২-৮৪।

[৩০] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্টদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতক, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

CamScanner

৩৪০টি মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাবের মধ্যে সরকার দলীয় সংসদ সদস্যদের ছিল ২০১টি, যার মধ্যে ১২৫টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ৭৬টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। যেমন, গলদা চিংড়ি চাষের ব্যাপকতার সমস্যা, কালোবাজারে রেল টিকিট বিক্রি, প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছাসে চিংড়ি খামারের অকল্পনীয় ও মারাত্মক ক্ষতি সাধন, ঢাকা মহানগরীতে জলাবদ্ধতা, ইটের ভাটায় কাঠ পোড়ান। কৃষি ঋণ সময় মতো দেয়া, পল্লী বিদ্যুৎ সংযোগ, প্রত্নতাত্ত্বিক আইন, বাধ্যতামূলক শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, প্যারাসিটামল সিরাপ ব্যাবহার জনস্বাস্থ্যের ওপর ক্ষতিকারক বিধায় নিষিদ্ধ শহরে বাইপাস রাস্তা নির্মাণ, নৌ-দস্যুদের উৎপাত, নদী খনন, সেতু নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, চালের মূল্য বৃদ্ধি, চিনি শিল্পের বিপর্যয়, বনজ সম্পদ রক্ষা, পুলিশ ফাঁড়ি নির্মাণ, যৌতুক প্রথা, যানবাহনে ডাকাতি, জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন, পুলিশ কর্তৃক তরুণী হত্যা, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রির মূল্য বৃদ্ধি, পাসপোর্ট অফিসে নজির বিহীন নৈরাজ্য[৩১] ইত্যাদি।

বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের ছিল ১৩৯টি যার মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৮৩ টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ৫৬টি, যেমন, দেশের উত্তরাঞ্চলে খরা, গ্যাস ও তেল মজুত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা নির্ধারণ, জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট হাসপাতাল, খাস জমি, ৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ঔষধ তৈরী ও বাজারজাত করার ক্ষেত্রে অব্যবস্থা, আটকে পড়া পাকিস্তানী নাগরিক, শ্রমিক নেতা হত্যা, সেতু নির্মাণ, সার কারখানা বন্ধ, চিংড়ি রপ্তানী, ডায়েরিয়ার প্রাদুর্ভাব, মৎস্য মরক, ট্রেন যোগাযোগ, কারেন্ট জালের ব্যবহার, লবন নীতির ক্রুটি, নদী খনন, নকল ঔষধ কারখানা আবিষ্কার, ট্রেনে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহে অনিয়ম, রাস্তা পাকাকরণ, পানি বাহিত রোগের বিস্তার, নদী ভাঙ্গন, ডিজেল মবিলের সংকট, বিমান

---

[৩১] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ বিতর্ক, খণ্ড-১, সংখ্যা-৪, ৫, ৯, ১০, ১৩, ১৬ (৯ এপ্রিল ১৯৯১ - ৪ মে ১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড - ২, সংখ্যা - ৫, ৬, ৭, ১১, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩৮ (১৯৯১): বিতর্ক, খণ্ড - ৩, সংখ্যা - ৩, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪ (১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড - ৪, সংখ্যা - ৫, ৬, ৭, ৯, ১০, ১৪, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ (১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড - ৫, সংখ্যা - ২. (১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড - ৬, সংখ্যা - ৪, ৫, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ২১, ২২, ২৩, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯ (১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড - ৭, সংখ্যা - ৩, ৫, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮ (১৯৯২); বিতর্ক, খণ্ড - ৮, সংখ্যা - ৭, ৯, ১১, ১২, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৪, ৩০, ৩১ (১৯৯৩); বিতর্ক, খণ্ড - ১১, সংখ্যা - ১১, ১৫, ১৯, ২২, ২৩, ২৮, ২৯, ৩০ ৩১, (১৯৯৩)।

CamScanner

বন্দর নির্মাণ, চিনি অবিক্রিত, ভূয়া প্রতিষ্ঠানের দৌরাত্ব বৃদ্ধি, ভূমি জরিপে ব্যাপক দুর্নীতি, জলাবদ্ধতা, কলেজ জাতীয়করণ, পামরি পোকার আক্রমণ, বিসিসি আই ব্যাংকের কার্যক্রম স্থগিত, বিভাগ ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধা কল্যান ট্রাস্টের কোমল পানীয় প্রস্তুতকারী মেশিন[৩২] ইত্যাদি।

সংসদ সদস্যরা মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব উত্থাপনের সময় নিজ নিজ দৃষ্টিকোন থেকে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিষয় সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে, সমস্যার সত্যতা স্বীকার করে গৃহীত পদক্ষেপের ব্যাখ্যা দিয়ে এবং ভবিষ্যতে সরকার কি পদক্ষেপ নেবে তার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আলোচিত ৩৪০টি প্রশ্নের মধ্যে ১৮২ টি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করেন। ১১৯টি প্রশ্নের মোটামুটি উত্তর প্রদান করেন, এবং ৪৯টি প্রশ্নের উত্তর তারা এড়িয়ে যান এবং মন্ত্রীরা যে বিবৃতি প্রদান করেন সংসদ সদস্যরা তা মেনে নেন। কারণ মন্ত্রীদের বিবৃতি ও সংসদ সদস্যদের বিতর্কের পর সংসদ সদস্যদের বিতর্কের আর কোন অবকাশ থাকে না। তবে লক্ষ্যনীয় যে, সংসদে মনোযোগ আকর্ষণের ওপর মন্ত্রীদের প্রদত্ত বিবৃতির ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যরা অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।[৩৩]

জরুরি জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা (কার্যপ্রনালী বিধি-৬৮)

পঞ্চম পার্লামেন্টে মোট ৮১১টি জরুরি নোটিশ প্রদান করা হয়। তন্মধ্যে ৮৫টি প্রস্তাব সংসদে আলোচনার জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ৭২৬টি বাতিল করা হয়। তবে গৃহীত ৮৫টি প্রস্তাবের মধ্যে ৪০টি সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বাকী ৪৫টি প্রস্তাব সময়াভাবে তামাদি হয়ে যায়। কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টে আলোচিত ৪০টি প্রস্তাব ১২টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। যেমন, এনার্জি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩টি, শ্রম মন্ত্রণালয়ে ৪টি, শিল্প মন্ত্রণালয়ে ৩টি, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে ২টি, পাট মন্ত্রণালয়ে ৩টি,

---

৩২ *পূর্বোক্ত।*

৩৩ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্টদশ, সপ্তদশ, অষ্ঠাদশ, উনিশতক, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

CamScanner

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে ২টি, অর্থ মন্ত্রণালয়ে ৩টি, গণ-পূর্ত মন্ত্রণালয়ে ৪টি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৭টি, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ৩টি, যোগাযোগ মন্ত্রণায়ে ৩টি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ৩টি।[৩৪]

আলোচিত ৪০টি নোটিশের মধ্যে সরকার দলীয় সদস্যদের ছিল ৯টি। যার মধ্যে জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত ৭টি এবং আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত ২টি, যেমন- নারী নির্যাতন, উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ংকারী ঘুর্ণিঝড়ের আঘাত, সরকারি চাকুরীতে নির্ধারিত জেলা কোটা না মানা, সংকটের কবলে বাংলাদেশী শিল্প, করদাতা ও কর প্রশাসনের মধ্যকার দুরত্ব নিরসন, মানিকগঞ্জে বন্যা পরিস্থিতি আশংকাজনক, হরতাল এবং ৩১টি ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের। যার মধ্যে ২৭ টি ছিল জাতীয় নিয়োগ বন্ধ, কাবা শরীফ ও মদীনা শরীফ রক্ষার্থে বাংলাদেশী সেনাবাহিনীর প্রতীকি অংশ গ্রহণ, শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থা, বিদ্যুৎ সেক্টরে দুর্নীতি ও অপচয়, বসনিয়া হার্জেগোভিনা হত্যা-মামলা, শ্রমিকদের দ্বারা রাজপথ রেলপথ অবরোধ, সাংবাদিকদের সাহসিকতা, পাটের ভবিষ্যৎ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র দল কর্মীদের দ্বারা শিক্ষকদের লাঞ্ছনা ও শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের, গণতন্ত্র মুক্তিপাক, স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক, শ্রমিক বেকার, শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে কমিটির সদস্যদের কোন স্বাক্ষর নেই, দেশদ্রোহী-ধর্মদ্রোহী তসলিমা নাসরিনের দেশ, ধর্ম, ইসলাম, আল্লাহ, রাসুল (সা.), কোরান ও হাদীসের বিরুদ্ধে বক্তব্য বিবৃতি ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ আলোচিত ৪০ টি নোটিশের মধ্যে ২৮ টির ওপর যথার্থ ও ১১টির ওপর মোটামুটি যথার্থ ও ১১টির ওপর মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ১ টির উত্তর এড়িয়ে যান।[৩৫]

---

[৩৪] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্টদশ, সপ্তদশ, অষ্ঠাদশ, উনিশতক, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

[৩৫] বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা-১৩ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা-২৫ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা-১৪ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৪, সংখ্যা-৭, ২০, ২৩ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৭, সংখ্যা- ১৮, ২০ (১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড- ৮, সংখ্যা- ১৫, ১৭, ২১, ৩২ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ৯, সংখ্যা-৩ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১০, সংখ্যা- ৩, ৪ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১১, সংখ্যা- ৩, ৪, ১১ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১২, সংখ্যা- ৩, ১১, ১৪ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ২১, সংখ্যা- ১০ (১৯৯৫)।

CS CamScanner

অর্ধ ঘন্টা আলোচনা (কার্যপ্রণালী বিধি-৬০)

পঞ্চম পার্লামেন্টে অর্ধ ঘন্টা আলোচনার জন্য মোট ১৪৩ টি নোটিশ জমা পড়ে। তন্মধ্যে আলোচনার জন্য ১৪টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। তবে সংসদে কেবলমাত্র ৩টি নোটিশের ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ১২৯টি নোটিশ বাতিল করা হয় এবং ১১টি তামাদি হয়ে যায়। আলোচিত নোটিশগুলো শিল্প মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয় ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৩৬]

অর্ধঘন্টা আলোচনার জন্য প্রদত্ত ৩টি নোটিশের মধ্যে বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক ১টি এবং যা ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত। যেমন, ১৯৯০-৯১ সালের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ৬,৩২৯ কোটি টাকা নির্ধারণ।[৩৭] বাকী ২টি নোটিশই ছিল সরকার দলীয় সংসদ-সদস্যদের, যেমন- বিদ্যুৎ সংকট ও জমি অধিগ্রহণ।[৩৮] আলোচিত এ তিনটি নোটিশের ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব (কার্যপ্রণালী বিধি-১৩০)

বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টে ৫৫,৩২০ টি বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ১৮,৫০০টি প্রস্তাব সংসদে উত্থাপনের জন্য স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হয়। ১৬,৭০৩ টি বাতিল করা হয় এবং ৩৮,৪২৫ টি অধিবেশন সমাপ্তির ফলে তামাদি হয়ে যায়। গৃহীত প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ১৮৮টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সংসদে উত্থাপিত হলেও শুধুমাত্র ১১২টি প্রস্তাবের ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেগুলো ২২টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সংসদে আলোচিত ১১২ টি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মধ্যে ৬৩ টি ছিল সরকার দলীয় সংসদ-সদস্যদের, যার মধ্যে ৪১ টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ২২টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। যেমন, হাট বাজারে ইজারাদার প্রথা বাতিল, ইউনিয়ন পর্যায়ে বিবাহ রেজিষ্ট্রার নিয়োগ, রাস্তা সম্প্রসারণ, টেলিভিশন রিলে সেন্টার স্থাপন, গ্যাস সরবরাহ, কলেজ সরকারিকরণ, আধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ, ঔষধের মান নিয়ন্ত্রিত ল্যাবরোটারী স্থাপন, হাসপাতালে কেবিনের

---

৩৬ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্টদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতক, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ।

৩৭ *পূর্বোক্ত।*

৩৮ *পূর্বোক্ত।*

সংখ্যা বৃদ্ধি, ক্যান্সার ইনস্টিটিউট স্থাপন, বিসিক শিল্প স্থাপন, কর্মজীবি মহিলা হোস্টেল স্থাপন, বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু, নদী ড্রেজিং, সরকারি গ্রন্থাগার স্থাপন, ডিজিটাল টেলিফোন ব্যবস্থা চালু, মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প স্থাপন, বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন[৩৯] ইত্যাদি। বাকী ৪৯টি ছিল বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যদের। যার মধ্যে ৩৪ টি ছিল জাতীয় বিষয় সম্পর্কিত এবং ১৫টি ছিল আঞ্চলিক বা নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কিত। যেমন, সুদ মুক্ত কৃষিঋণ ব্যবস্থা, সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ বিক্রিতে ভর্তুকী প্রদান, নতুন বেতন স্কেল ঘোষণা, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নির্ধারণ, মদ্যপান ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করণ, উপজেলাসমূহে বার্ষিক বরাদ্দের পরিমাণ নির্ধারণ, উপকূলীয় এলাকার জলদস্যু দমনে নৌ-পুলিশ বাহিনী গঠন, প্রতিটি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, রাস্তা পাকা করণ, ডিজেলের মূল্য নির্ধারণ, কৃষকদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা প্রত্যাহার[৪০] ইত্যাদি।

প্রশ্নোত্তরকালে সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৫৭টির ওপর যথার্থ এবং ৪৫টির ওপর মোটামুটি উত্তর প্রদান করলেও ১০টির উত্তর তাঁরা এড়িয়ে যান। সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ ৯৮টি প্রস্তাব প্রত্যাহারের আবেদন জানালেও ৭০টি প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়নি। ২১ টি প্রস্তাব কণ্ঠ ভোটে বাতিল করা হয়। ৭টি প্রস্তাবের মধ্যে ২ টি প্রস্তাব সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যেমন- দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের শতাব্দীর ভয়াবহতম প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস এবং বৃহত্তর সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদের শূন্য আসনসমূহের উপ-নির্বাচন অন্তত ৩ মাস স্থগিত রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় এবং দেশের প্রত্যেকটি হাসপাতালে মহিলাদের মৃতদেহ রাখার জন্য পৃথক মর্গের ব্যবস্থা করা। ২টি কণ্ঠ ভোটে গৃহীত না হয়ে ৫৭-৬২

---

[৩৯] *পূর্বোক্ত।*

[৪০] বিতর্ক, খন্ড- ১, সংখ্যা- ৬, ২২ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ২, সংখ্যা- ৮, ১৪, ১৯, ২৪, ২৮ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৩, সংখ্যা- ৬, ১১ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৪, সংখ্যা- ৩, ১০, ১৫, ১৯, ২৪ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৩, সংখ্যা- ৬, ১১ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৪, সংখ্যা- ৩, ১০, ১৫, ১৯, ২৪ (১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড- ৬, সংখ্যা- ৫, ১০, ১৫, ১৯, ৩১, ৩৬, ৪১ (১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড- ৭, সংখ্যা- ৪, ৯, ১৪, ১৯ (১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড- ৮, সংখ্যা- ৬, ১০, ১৩, ১৮, ২২ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ৯, সংখ্যা- ৫ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১০, সংখ্যা- ১, ৩১ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১১, সংখ্যা- ৫, ৬, ১০ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১২, সংখ্যা- ১০, ১২ (১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড- ১৩, সংখ্যা- ৯ (১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড- ১৫, সংখ্যা- ৯, ১৩, ১৮, ২৩ (১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড- ১৮, সংখ্যা- ৩, ৮, ১৩, ১৮ (১৯৯৫); বিতর্ক, খন্ড- ১৯, সংখ্যা- ৪ (১৯৯৫); বিতর্ক, খন্ড- ২১, সংখ্যা- ২, ৭, ৯ (১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড- ২২, সংখ্যা- ২ (১৯৯৫)।

CamScanner

এবং ৭২-১০৩ ডিভিশন ভোটে বাতিল করা হয়। তিনটি প্রস্তাব স্থায়ী কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়, যেমন- উপজেলা ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতসমূহ জেলা সদরে স্থানান্তর, কৃষকদের জন্য সুদ মুক্ত কৃষি ঋণ ব্যবস্থা চালু ও ঢাকা শহরের প্রত্যেক সরকারি স্কুল, কলেজে দু'শিফট শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।[৪১]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পঞ্চম পার্লামেন্টে ৩৭,৯০৭ টি তারকাচিহ্নিত প্রশ্নের মধ্যে ৯,৩৯১ টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হলেও ৮,২২১ টির ওপর উত্তর প্রদান করা হয়। সংসদে মোট ৯,৪৬৩টি তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের নোটিশ পাওয়া গেলেও ৩,৩৬৩ টি গৃহীত হয় এবং ২,৭৬৩টি আলোচিত হয়। স্বল্পকালীন নোটিশের জন্য প্রদত্ত ২১৪ টি নোটিশের মধ্যে স্পীকার কর্তৃক ১০টি গৃহীত হয়। তবে ৫টির উত্তর দেয়া হয়। মুলতবি প্রস্তাবের নোটিশের সংখ্যা ছিল ১,৮০৩টি। তন্মধ্যে ৬টি স্পীকার কর্তৃক গৃহীত হলেও আলোচিত হয় ৫টি। কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টে ৫,৮৮০টি মনোযোগ আকর্ষণের নোটিশ পাওয়া গেলেও গৃহীত হয় ৫৮১টি এবং ৩৪ টির ওপর সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ বিবৃতি প্রদান করেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য প্রদত্ত ৮১১টি নোটিশের মধ্যে ৮৫টি গৃহীত হলেও আলোচনা হয় ৪০টির ওপর। সংসদে অর্ধ-ঘন্টা আলোচনার নোটিশের সংখ্যা ছিল ১৪৩টি, তন্মধ্যে আলোচনার জন্য ১৪টি গৃহীত হলেও শুধুমাত্র ৩টি নোটিশের ওপর আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টে বেসরকারি সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের সংখ্যা ছিল ৫৪,৩২০টি। আলোচনার জন্য ১৮,৫০০টি গৃহীত হলেও মুধুমাত্র ১১২টি প্রস্তাবের ওপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ২টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।[৪২]

---

৪১ *পূর্বোক্ত।*

৪২ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫) অধিবেশনের কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক খণ্ড-১, সংখ্যা- ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১- ১৫ মে, ১৯৯১); বিতর্ক, খণ্ড-২, সংখ্যা- ১-৪৩ (১১ জুন ১৯৯১- ২৪ আগস্ট, ১৯৯১) বিতর্ক, খণ্ড-৩, সংখ্যা ১-১৪ (১২ অক্টোবর, ১৯৯১-৫ নভেম্বর, ১৯৯১)।

CamScanner

সারণি -৫ [৪৩]

সংসদীয় আমলে কার্যপ্রণালী পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যকলাপের খতিয়ান

প্রশ্ন/প্রস্তাব	প্রদত্ত নোটিশের সংখ্যা	স্পীকার কর্তৃক গৃহীত প্রশ্ন		সংসদে উত্থাপিত/ আলোচিত প্রশ্ন		সংসদে গৃহীত প্রশ্ন	
		সংখ্যা	%	সংখ্যা	%	সংখ্যা	%
তারকাচিহ্নিত প্রশ্ন	৩৭,৯০৭	৯,৩৯১	২৪.৭৭	৮,২২১	২১.৬৯	০০	০.০০
তারকা চিহ্ন বিহীন	৯,৪৬৩	৩,৩৬৩	৩৫.৫৪	২,৭৬৩	২৯.২০	০০	০.০০
স্বল্পকালীন নোটিশের প্রশ্ন	২১৪	১০	৪.৬৭	৫	২.৩৪	০০	০.০০
মূলতবী প্রস্তাব	১,৮০৩	৬	০.৩৩	৫	০.২৮	০০	০.০০
জরুরি জনগুরুত্ব সম্পন্ন বিষয়ে মনোযোগ	৫০,৮৮০	৫৮১	১.১৪	৩৪০	০.৬৭	০০	০.০০
জরুরি জনগুরুত্ব সংক্ষিপ্ত আলোচনা	৮১১	৮৫	১০.৪৮	৪০১	৪৯.৪৫	০০	০.০০
অর্ধ-ঘন্টা আলোচনা	১৪৩	১৪	৯.৭৯	৩	২.১০	০০	০.০০
বেসরকারি সংসদ সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাব	৫৫,৩২০	১৮,৫০০	৩৩.৪৪	১৯২	০.৩৫	২	০.০৩

[৪৩] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বাংলাদেশ পঞ্চম জাতীয় সংসদের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষষ্ঠদশ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, উনিশতম, বিশতম, একুশতম, বাইশতম (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৮ নভেম্বর ১৯৯৫), অধিবেশনেয় কার্যবাহের সারাংশ; বিতর্ক, খন্ড-১, সংখ্যা, ১-২২ (৫ এপ্রিল, ১৯৯১-১৫ মে, ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-২, সংখ্যা, ১-৪৩ (১১ জুন, ১৯৯১-১৪, আগস্ট, ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-৩, সংখ্যা, ১-১৪ (১২ অক্টোবর, ১৯৯১, ৫ নভেম্বর ১৯৯১); বিতর্ক, খন্ড-৪, সংখ্যা-১-২৭ (৪ জানুয়ারি, ১৯৯২, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৫, সংখ্যা, ১-৬ (১২ এপ্রিল, ১৯৯২-১৯ এপ্রিল, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৬, সংখ্যা, ১-১৪ (১৮ জুন, ১৯৯২-১৩ আগস্ট, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৭, সংখ্যা, ১-২০ (১১ অক্টোবর, ১৯৯২-৬ নভেম্বর, ১৯৯২); বিতর্ক, খন্ড-৮, সংখ্যা, ১-৩২ (৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩-১১ মার্চ, ১৯৯৩; বিতর্ক, খন্ড-৯, সংখ্যা, ১-৫ (৯ মে, ১৯৯৩-১৩ মে, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১০, সংখ্যা, ১-৩১ (৬ জুন, ১৯৯৩-১৫ জুলাই, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১১, সংখ্যা, ১-১১ (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩-২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১২, সংখ্যা-১-১৪ (২১ নভেম্বর, ১৯৯৩-৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৩); বিতর্ক, খন্ড-১৩, সংখ্যা, ১-১৯ (৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৪-৭ মার্চ, ১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড-১৫, সংখ্যা, ১-২৫ (৬ জুন, ১৯৯৪-১১ জুলাই, ১৯৯৪); বিতর্ক, খন্ড-২২, সংখ্যা, ১-৩ (১৫ নভেম্বর, ১৯৯৫-১৮ নভেম্বর, ১৯৯৫)।

CamScanner

মূল্যায়ন

১৯৯১ সালের সংসদীয় কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল অতীতের সংসদ নির্বাচন হতে পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সর্বাধিক সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ। সংসদ সদস্যগণও ছিলেন দলীয় ও সংসদীয় রাজনীতিতে অভিজ্ঞ। পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচন জনগণ এবং সংসদীয় দলগুলির মধ্যে নতুন প্রত্যাশা জাগ্রত করে। নির্বচনী পন্থার কারণে এটা অতীতের তুলনায় অনেক বেশী বৈধতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে। এছাড়াও নির্বাচন পদ্ধতিটি ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। এ নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে যার প্রধান ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং তাঁর কোন নির্বাচনী ফায়দা ছিল না। নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কেউই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করার যোগ্য ছিলেন না। ফলশ্রুতিতে পঞ্চম সংসদ নির্বাচন ছিল অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ এবং দেশে ও বিদেশে ব্যাপক প্রশংসিত। পঞ্চম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং সমাজের সর্ব স্তরে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ছিল পঞ্চম জাতীয় সংসদের অঙ্গীকার। এ সংসদে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বতন্ত্র সংসদ সচিবালয় বিল পাস হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সংসদে গণপ্রতিনিধিত্ব (সংশোধন) বিল '৯৪ এবং ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল '৯৪ এ সংসদে পাস করা হয়েছে। এ বিল দুটি পাসের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে এমনভাবে শক্তিশালী করা হয় যে, নির্বাচন সংক্রান্ত সব ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ও কিছু মৌলিক বিতর্কের অবসানের মাধ্যমে প্রথম কয়েক বছর সংসদের কর্মকান্ড ছিল সাফল্যময়। কিন্তু ১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যার কারণে বিরোধী দল সংসদ বর্জন করতে থাকে। ফলে দেশের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। গোলাম আযমের নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয় এবং আদালতের মাধ্যমে খালেদা জিয়া এ বিতর্কের সমাধান করেন।[৪৪] বিরোধী দলগুলোর দীর্ঘ দিন সংসদ বর্জনে দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয় এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে পরিণত হয়। সব বিরোধী দল তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকার এ দাবির প্রতি অনমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে।[৪৫] ১৯৯৪ সালের মার্চ সংসদে লেবাননের হেবরন এলাকায় ইসরাইলী সৈন্যদের গুলি চালানোর বিরুদ্ধে

---

৪৪ মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, "বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র : মুজিব থেকে হাসিনা" তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতি* (ঢাকা : উত্তরণ, ২০০০), পৃ. ৮৬।

৪৫ *পূর্বোক্ত*।

নিন্দাসূচক প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনাকালে তৎকালীন তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদার এক মন্তব্যের প্রতিবাদে আওয়ামী লীগও অন্যান্য বিরোধী দল সংসদ থেকে 'ওয়াক আউট' করে।[৪৬] এমতাবস্থায় ২০ মার্চ ১৯৯৪ মাগুরার এক আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি'র বিরুদ্ধে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ উত্থাপন করে বিরোধী দল সংসদ বর্জন অব্যাহত রাখে। এর পূর্বে জামায়াতে ইসলাম নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের (কেয়ারটেকার সরকার) অধীনে ভবিষ্যৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবি জানিয়ে আসছিল। মাগুরা উপনির্বাচনে কারচুপির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে আওয়ামী লীগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি জানাতে থাকে। জাতীয় পার্টি এবং বামফ্রন্ট একই দাবিতে আন্দোলনে যোগ দেয়। ক্ষমতাসীন বিএনপি এ দাবি উপেক্ষা করায় ১৯৯৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর বিরোধী দলের ১৪৭ জন সদস্য একযোগে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ঘোষণা দেন যে, নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলগুলো অংশগ্রহণ করবে এবং এ দাবি বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত গণআন্দোলন চলবে। বিএনপি সরকার ১৯৯৬ সালের ১০ জানুয়ারী নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। ২০ জানুয়ারী তিনটি বিরোধী দল, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলাম পৃথক পৃথক পত্রযোগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে আসন্ন সংসদ নির্বাচন স্থগিত বা বাতিল করার অনুরোধ জানায়। বিরোধী দলগুলোর কোন দাবির প্রতি সরকার কর্ণপাত না করায় বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়। বিরোধী দলগুলোর প্রতিরোধের মুখে ১৫ ফেব্রুয়ারি ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নিচে সারণির মাধ্যমে নির্বাচনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হ'ল।

[৪৬] দৈনিক *সংবাদ*, ২০ জুলাই, ১৯৯৫।

সারণি -৬ [৪৭]

১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের ফলাফল আসন সংখ্যা (সাধারণ) = ৩০০

রাজনৈতিক দল	আসন সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৭৮
এন ডি এ (কর্ণেল আব্দুর রশিদের নেতৃত্বে গঠিত)	১
স্বতন্ত্র	১০
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় নি	১০
বাতিলকৃত সংখ্যা	১
মোট	৩০০
মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত	৩০
বিএনপি	৩০
মোট	৩৩০

নির্বাচনের ফলাফল বিরোধীদলগুলোকে আরও প্রতিবাদমুখর করে তোলে। এরপরে ৯ মার্চ থেকে সরকার পতন না হওয়া পর্যন্ত বিরোধীদলগুলো লাগাতার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করে। এ অসহযোগের মাঝেই ১৯ মার্চ খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় এবং ষষ্ঠ সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। সরকার ২১ মার্চ তারিখে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল সংসদে উত্থাপন করে এবং ২৮ মার্চ সংসদে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিল (ত্রয়োদশ সংশোধনী) পাশ হয়।[৪৮] ৩০ মার্চ সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে খালেদা জিয়া পদত্যাগ করেন। রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে সাবেক প্রধান বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। ষষ্ঠ জাতীয় সংসদ বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বল্পতম - স্থায়ী সংসদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৫ ফেব্রুয়ারি একদলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সংসদ মাত্র ৪ দিন স্থায়ী হয়। সবগুলো আসনের নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে এবং সংসদ মুলতবি থাকাকালেই তা বাতিল হয়ে যায়। নবগঠিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং বেগম

---

[৪৭] Bangladesh Election Commission, Report on the Sixth Parliamentary Election, 1996, Bangladesh Government Press, Dhaka, 1991; *The Independent*, March 19, 1996.

[৪৮] ত্রয়োদশ সংবিধান সংশোধনীর পূর্ণপাঠ, *বাংলাদেশ গেজেট*, অতিরিক্ত সংখ্যা, ২৮ মার্চ, ১৯৯৬, পৃ. ৪৭৬৯; মো. আব্দুল হালিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫।

CamScanner

জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি বাংলাদেশের সংসদীয় ইতিহাসে বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৪৯]

উপসংহার

সরকারের দায়িত্বশীলতা বা দায়বদ্ধতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণতুল্য। বৈধকরণের ক্ষেত্রে অতীতের সংসদগুলো অপেক্ষা পঞ্চম জাতীয় সংসদ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে সে ব্যবস্থার প্রতি দেশের রাজনৈতিক শক্তিসমূহের অবিচল আস্থা বা অঙ্গীকারের ওপর। এ সংসদীয় ব্যবস্থায় সংসদীয় রাজনীতির জন্য অধিকতর অনুকূল পরিবেশ বিরাজমান ছিল। সংসদে প্রশ্নোত্তর, মুলতবি প্রস্তাব, মনোযোগ আকর্ষণী প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত প্রস্তাব, স্বল্পকালীন নোটিশের প্রস্তাব, অর্ধঘন্টা আলোচনার প্রস্তাব ইত্যাদির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পায়। এ পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগের ওপর সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ কার্যকর ছিল। এ জাতীয় সংসদের কার্যকারিতার অন্যতম একটি কারণ ছিল অধিক ও শক্তিশালী বিরোধী দলের উপস্থিতি। এ সংসদে অভিজ্ঞ সংসদ সদস্যদের অধিকাংশই ছিলেন বিরোধী দলগুলোর শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ।[৫০] সংসদে তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার সুযোগ বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে একটি অংশীদারিত্বের মনোভাব সৃষ্টি করে। মতামত প্রকাশের পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়ার ফলে তাঁরা সংসদকে কার্যকর করতে চান এবং রাজনীতি চর্চার মাধ্যম হিসেবে সংসদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। পরিশেষে বলা যায় যে, জনগণের সচেতনতা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির লালন, পোষণ ও পরিতুষ্টি সাধনের মাধ্যমেই দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠতে পারে।

---

[৪৯] Sayefullah Bhuyan and Arun Kumar Goswami, "The June, 1996 Parliamentary Election in Bangladesh: A Review", *A Journal of Faculty of Social Sciences*, University of Dhaka (SSR), Vol. XV, No. 2, December, 1998, p. 35.

[৫০] মো. রুহুল আমিন, "বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ: এর কার্যকারিতা (১৯৮৬-১৯৯৫)", অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ৩১৪।

CS CamScanner